গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-১১
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩-১৪
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬-১৮
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২০
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২১
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২২

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র

সাম্প্রতিকঅর্জন, চ্যালেঞ্জএবংভবিষ্যৎপরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর(DPHE), টাঙ্গাইল বিভাগনিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে আসছে। টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। জেলার টাঙ্গাইল, কালিহাতি,ভূয়াপুর, ধনবাড়ী, মধুপুর ও ঘাটাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ বিভাগ কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যাকালীনসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ কাজ করে চলছে।বিগত ০৩ বছরে টাঙ্গাইল পল্লী ও পৌর এলাকায়৭৩০০টিবিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস, ৩টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন/পাবলিকটয়লেট, ২টি ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, ৪০কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন, ৫ কি.মি. RCC ড্রেন নির্মাণ ও ১৬টি পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্যা এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় Water Purification Tablet, হ্যান্ড স্যানিটাইজার,জেরিকেন, সাবানসরবরাহকরাহয়েছে এবংবিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রেঅস্থায়ীল্যাট্রিন ও অস্থায়ীনলকূপ স্থাপনসহ নলকূপ মেরামত/জীবানুমুক্তকরণ করাহয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতিকে টেকসই করা ও এর কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ এবং অর্থায়ন। সামগ্রিককাজের মনিটরিং ও মূল্যায়ন, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। টাঙ্গাইল জেলা যমুনা ও অন্যান্য নদী বেষ্টিত হওয়ায় বেরিবাধ ভেঙ্গে এখানে হঠাৎ বন্যাতে (Flash Flood) আক্তান্ত হয়। আক্রান্ত জনগনের জন্য জরুরী পানি স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত জরুরী তহবিল বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এছাড়া জেলার অধিকাংশ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি আয়রন যুক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক পৌরসভা বিশিষ্টি এ জেলার সকল পৌরসভাগুলির পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। এ সকল পৌরসভাগুলিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ও সে মোতাবেক পৃথক বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, টাঙ্গাইল জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যপ্রধানঅর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্নধরনেরপানিরউৎসস্থাপন-৪৫০০টি
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক মিনি পাইপলাইন (CBWSS) নির্মাণ- ১১৮টি
- পল্লী এলাকায় পাইপলাইন (RPWSS) নির্মাণ- ১২(৫০%)টি
- পৌর এলাকায় উৎপাদকনলকূপস্থাপন ও প্রতিস্থাপন - ৭টি
- পৌর এলাকায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ- ৬(৪০%)টি
- পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ-৫(৪৫%) টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন-৮.৫কি.মি.
- পৌর এলাকায় মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (FSM)/ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) নির্মাণ- ১(৮০%)টি
- পৌর এলাকায় RCCড্রেন নির্মাণ- ৬.৫ কি.মি.
- পৌর এলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ- ২০টি
- পল্লী ও পৌরএলাকায় ইম্প্রুভড/ স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন- ৪৫০টি
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা- ৪৬০০টি